দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 OCT 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপজেলা পরিক্রমা

কালিহাতী

মোহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম প্রিন্স॥

টাঙ্গাইল-মোমেনশাহী সড়কের পার্শ্ববর্তী টাঙ্গাইল শহর থেকে ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত কালিহাতী থানা ১৯৮৩ সালের ২ জুলাই উপজেলায় উন্নীত হয়। এ উপজেলার আয়তন ১১৩.২০ বর্গমাইল। দীর্ঘ ৩ বছর পূর্বে উপজেলায় উন্নীত হবার পরও উপজেলার ২৮৪টি গ্রামের ২,৮৫,৯৯২ জন উপজেলাবাসী আজও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত।

যোগাযোগ

অতি পরিচিত হলেও যোগাযোগের ক্ষেত্রে কালিহাতী উপজেলা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। জেলা সদরের সাথে তথা দেশের বিভিন্ন স্থানের সাথে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র পাকা সড়কটির প্রায় স্থানই ক্ষতবিক্ষত। যদিও সড়কটি টাঙ্গাইলের সাথে মোমেনশাহী, জামালপুর, শেরপুর প্রভৃতি জেলার যোগাযোগ রক্ষা করে আসছে। তথাপি এ সড়কে যাত্রী সাধারণ নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে। প্রায় প্রতি মাসেই দু'একটি দুর্ঘটনা এ সড়কে ঘটছে। এ সড়ক পথই উপজেলার সাথে ঘাটাইল, মধুপুর, গোপালপুর উপজেলার যোগাযোগ রক্ষা করছে।

শিক্ষা

শিক্ষার দিক দিয়ে কালিহাতী উপজেলা খুব একটা পিছিয়ে না থাকলেও উপজেলার শতকরা ৩৪ জন লোক শিক্ষিত। কালিহাতী উপজেলায় সর্বমোট ১০১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬টি জুনিয়র হাইস্কুল, ১৭টি মাধ্যমিক স্কুল, ৩টি বালিকা বিদ্যালয় ও ৩টি কলেজ রয়েছে। এ ছাড়া ১টি সিনিয়র মাদ্রাসা, ২টি জুনিয়র মাদ্রাসা ও ৩৫টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা রয়েছে।

চিকিৎসা

কালিহাতী উপজেলায় মোট ১টি হাসপাতাল, ৩টি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৩টি সরকারী চিকিৎসালয়, ৫টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, ১টি পশু হাসপাতাল ও ১টি কৃত্রিম প্রজনন (পশু) কেন্দ্র রয়েছে। উপজেলা সদরের একমাত্র হাসপাতালটিতে বেডের সংখ্যা (পুরুষ ও মহিলাসহ) মাত্র ৩১টি থাকায় বিপুল সংখ্যক রোগীকে ফিরে যেতে হয়।

কৃষি

উপজেলায় আবাদী জমির পরিমাণ ৬৯,৩০৭ একর এবং পতিত জমি ৫,২৬১ একর। প্রধান ফসল বোরো, আউশ, আমন ও পাট। তাছাড়া ডাল, সরিষা, আলু, গম ও শাক-সব্জিও আবাদ হয়ে থাকে। চাষীদের প্রয়োজনীয় সার, কীটনাশক ও উন্নত বীজের অভাব। উপজেলায় ভালো কোনো বীজাগার নেই। এ কারণেই উপজেলার ৪০,২৫২ জন কৃষক পরিবারকে নানা রকম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

বিদ্যুৎ

দীর্ঘ ৭ বছর আগে কালিহাতী উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হলেও বিদ্যুৎ বিভাগের তেমন কোন অগ্রগতি আজও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কালিহাতী উপজেলা সদরে মোমেনশাহী জেলার মুক্তাগাছা উপজেলা স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। লাইনটি মুক্তাগাছা থেকে টাঙ্গাইল সদর পর্যন্ত নেয়া হয়েছে। এখানে কোন সাব-স্টেশন আজও স্থাপিত হয়নি।

টিএণ্ডটি ও ডাক ব্যবস্থা

কালিহাতী সদরে প্রথমে ৩০ লাইনের এবং পরে তার পরিবর্তে ৪০ লাইনের একটি বোর্ড বসিয়ে ১৯৭৯ সাল থেকে কালিহাতী সদরের টেলি যোগাযোগ রক্ষা করে আসছে। এ ছাড়া কালিহাতী উপজেলার 'বল্লা' গ্রামে ২০ লাইনের একটি বোর্ড দিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের সময় থেকে কাজ চালিয়ে আসছে। দূরে কোথাও এ বোর্ডের ক্ষমতা কম থাকায় নতুন গ্রাহকরা টেলিফোন নিতে পারছে না। ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীসহ সব শ্রেণীর জনসাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ব্যবসা প্রধান 'বল্লা' গ্রামের টেলিফোন একচেঞ্জটির বোর্ড পরিবর্তন করে নতুন বোর্ড বসানোর জন্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হলেও কোন কাজ হয়নি বলে জানা গেছে। নতুন সংযোজনের বহু আবেদন রয়েছে।